গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

এপ্রিল ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ্ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ মে ২০২৩
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হলো।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **এপ্রিল'২৩ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	মার্চ ২৩ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	এপ্রিল'২৩ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৯	০	০৯	০	০	০১	০১	০৮
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	০২	০৩	০	০	০	০	০৩
বিআরটিএ	২৬	০০	২৬	০১	০	০	০	২৫
বিআরটিসি	৩৮	০৭	৪৫	০৪	০২	০০	০৬	৩৯
ডিটিসিএ	-	-		-	-	-	-	-
মোট	৭৪	০৯	৮৩	০৫	০২	০০১	০৭	৭৫

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: চলমান মামলার সংখ্যা ০৮টি। ১টি মামলার শুনানী হয়েছে। ২টি মামলা ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি মামলার ব্যক্তিগত শুনানীর পর তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ১টি মামলার ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব না পাওয়ায় পিএসসি'র মতামত চাওয়া হয়েছে এবং ১টি মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়া গেছে যা নথিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন সঠিক, গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে সর্তকতার সহিত তদন্ত কাজ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তদন্ত কর্মকর্তাকে গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, মার্চ'২৩ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ০১টি। এপ্রিল'২৩ মাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ০৩টি। ইতোমধ্যে ১টি মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২টি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হতে প্রাথমিক জবাব পাওয়া গিয়েছে যা শুনানী পর্যায়ে রয়েছে। দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের সাথে জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মার্চ'২৩ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ২৬টি। এপ্রিল'২৩ মাসে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি এবং কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৫টি। মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, মার্চ'২৩ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৮টি। এপ্রিল'২৩ মাসে ০৭টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৯টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **এপ্রিল'২৩ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	মার্চ, ২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	এপ্রিল'২৩ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৯২৫	৩	৩৯২৮	১	১	০	৩৯২৭
বিআরটিএ	২৯৫	১	২৯৬	০	০	০	২৯৬
বিআরটিসি	৯৮	২	১০০	১	১	০	৯৯
ডিটিসিএ	৩	০	০৩	০	০	০	০৩
মোট	৪৩২১	৫	৪৩২৭	২	২	০	৪৩২৫

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, আদালতে চলমান কনটেম্পট ও অন্যান্য মামলাগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে এবং আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	(ক) আদালতে চলমান কনটেম্পট ও অনান্য মামলাগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, (মুন্সিগঞ্জ/ শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
	(খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয়, জানান শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের ৫(পাঁচ) কোটি টাকা বকেয়া দাবীর বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী মূল ৫৪ লক্ষ টাকা পরিশোধের নিমিত্ত লিখিত ও মৌখিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু বাদী নিম্ন আদালতের মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষে টাকা গ্রহণ করবে মর্মে জানিয়েছেন। টাকা গ্রহণ না করার বিষয়টি উচ্চ আদালতকে অবহিত এবং আদালতের পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী টাকা পরিশোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবীর মামলায় মূল ৫৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ না করার বিষয়টি আদালতকে অবহিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে আদালতের পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কিছু তথ্যাদি চেয়েছে। গত ২ মে ২০২৩ তারিখে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	(গ) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঘ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবী সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে power of attorney প্রাপ্ত বাদীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়েরের করা হয়েছে। এ বিষয়ে আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঘ) মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবি সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে Power of attorney প্রাপ্ত বাদীর বিরুদ্ধে করা মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আইনজীবীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত আদালতকে অবহিত করতে হবে।	
	(ঙ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন, বকেয়া পরিশোধের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত ৪১ কোটি টাকা হতে ২৫ কোটি টাকা বকেয়া বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে বকেয়া পরিশোধে প্রস্তাব না আসায় অবশিষ্ট টাকা খরচ করা যাচ্ছে না। আগামী জুন মাসের মধ্যে খরচ করা সম্ভব না হলে তা ফেরত যাবে। এ বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, কয়েকটি সড়ক বিভাগে এ ধরণের বকেয়া দাবী রয়েছে। তাদেরকে বকেয়া দাবীর যৌক্তিকতা উল্লেখ করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে বকেয়া দাবীর প্রস্তাব সংগ্রহ করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।	(ঙ) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে বকেয়া দাবীর প্রস্তাব সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইকৃত সঠিক বকেয়া দাবীর প্রস্তাব আগামী ৭ দিনের মধ্যে সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, এপ্রিল ২০২৩ মাসে ৩ টি রুজু ও ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৯২৭টি। মামলার নিষ্পত্তি তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মামলার নিষ্পত্তি তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। গত ০৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে নড়াইল সড়ক বিভাগে সভা করা হয়েছে (খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনে ও ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে। কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য পরাশর্ম প্রদান করেন। একই সাথে ডিটিটিসিএ-তে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য জনপ্রশসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ এবং যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (১) চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (খ) (২) টিটিসিএ-তে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, এপ্রিল'২৩ মাসে ১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে বিআরটিএ'র অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৯৬টি। মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ২ মাস অন্তর আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মামলার অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা সভা করার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং ২ মাস অন্তর আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মামলার অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন/ বিআরাটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, এপ্রিল'২৩ মাসে ০২টি মামলা রুজু ও ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯৯টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ২ মাস অন্তর আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মামলার অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা সভা করার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ২ মাস অন্তর আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মামলার অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। শুনানির জন্য অপেক্ষামান।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিস্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন	ব্রডশিট জবাব
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত				
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৭২৩৬	১১৫৬	৫৪৯২	৫৮৮	-	৭২৩৬	১২	৭২২৪	৭৩
সওজ অধিদপ্তর	১১৯৩	১৬৩	৯৩৯	৯১	-	১১৯৩	১২	১১৮১	৪০
বিআরটিসি	৩৬২	১৩৬	২২৬	-	-	৩৬২	-	৩৬২	-
বিআরটিএ	৯	১	৮	-	-	৯	-	০৯	-
ডিটিসিএ	১৯	৩	১৬	-	-	১৯	-	১৯	-
ডিএমটিসিএল	৮৮১৯	১৪৫৯	৬৬৮১	৬৭৯	০	৮৮১৯	২৪	৮৭৯৫	১১৩
মোট									

উপসচিব (অডিট) জানান, অনুযায়ী মার্চ'২৩ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৮১৯টি। এপ্রিল'২৩ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ২৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৭৯৫টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) এপ্রিল'২৩ মাসে ২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি মাসে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আরো ০৪টি সভা আহ্বানের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অডিট অধিদপ্তরে নিয়মিত ব্রডশীট জবাব প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা'র নির্ধারিত প্রতিনিধির পাশাপাশি যুগ্মসচিব (বাজেট) ও উপসচিব (অডিট) কর্তৃক অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। গত ১৮.০৪.২০২৩ তারিখ উপসচিব (অডিট) উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর) ও পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন।	(ক) (১) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিনিধি প্রাপ্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। (ক) (২) অডিট অধিদপ্তরে নিয়মিত ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রীম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। ফাপাড কর্তৃক পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় সভা (একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সভাপতিত্বে (অতিরিক্ত সচিবের নিচে না।) আহবানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সভা আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ডিটিসিএ কর্তৃপক্ষ-কে কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। কার্যপত্র অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	(খ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য ডিটিসিএ হতে কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(গ) মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), ডিএমটিসিএল জানান, ডিএমটিসিএল-এর ১৫টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা ১৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(গ) ডিএমটিসিএল এর অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**<u>পেনশন কেইস:</u>**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের)		২৬	২	২৮	৩	২৫	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	২৩	০	২৩	০২	২১	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১৪	১৪	১৪	-	
বিআরটিসি		২৩৫	০৭	২৪২	০০	২৪২	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৮৪	২৩	৩০৭	১৯	২৮৮	

	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) উপসচিব, সওজ গেজেটেড সংস্থাপন জানান, বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস ২৫টি। এই ২৫টি পেনশন কেইস অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় পেন্ডিং রয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (অডিট) জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং চলতি মাসে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পেনশন সহজিকরণ সংক্রান্ত কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অডিট অপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব নিতে হবে মর্মে সভাপতি সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) (ক) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অডিট অপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ উপসচিব (অডিট)
	(২) উপসচিব, সওজ গেজেটেড সংস্থাপন জানান, স্থগিত থাকা ০৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদন পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের এ সংক্রান্ত কমিটির সভা ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(২) ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের ২৩টি পেনশন কেইসের মধ্যে এপ্রিল'২৩ মাসে ০২টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ২১টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ১৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিসি চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এপ্রিল ২০২৩ মাসে ৮,৫০,০০০/- (আট লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, এপ্রিল/২০২৩ মাসে ২টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির জন্য আবেদন পাওয়া গিয়েছে। পেনশন কেইস ২টি নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি হবে মর্মে আশা করা যায়।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**<u>আইন/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:</u>** **ক. বিআরটি বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন:** উপসচিব (বিআরটি) জানান, বিআরটি শাখা হতে জানানো হয়েছে খসড়া বিধিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত/অনাপত্তি পাওয়া গেছে। খসড়া বিধিমালাটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পাঠানোর কার্যক্রম চলমান।	খসড়া বিধিমালা ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি)/ উপসচিব (ঢাকা বিআরটি)
	খ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রেরিত মহাসড়ক বিধিমালা-২০২৩ এর খসড়া আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১০ মে ২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হবে।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২৩' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	গ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: বিদ্যমান টোল আদায় পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার বিপুল রাজস্ব আদায় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ইজারদার কর্তৃক টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে দ্রুত টোল নীতিমালা ২০১৪-হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খসড়া নীতিমালার ওপর অদ্য তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হবে।	দ্রুত টোল নীতিমালা-২০১৪ হালনাগাদ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব ও গঠিত কমিটির আহবায়ক/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২৩ প্রণয়ন: যুগ্মসচিব (আইন) জানান, সমগ্র বাংলাদেশে পরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ণের কাজ চলমান আছে। তবে আইনটি চূড়ান্ত হলে বর্তমান ডিটিসিএ'র ক্ষমতা খর্ব হবে। তাছাড়া, খসড়া আইনে শুধু ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে পরিচালনা পর্ষদে রাখা হয়েছে। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রগণকে পরিচালনা পর্ষদে রাখা হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই BUTA আইন, ২০২৩ চূড়ান্ত করার পূর্বে আরো পর্যালোচনা ও ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো না করে আরো গভীরভাবে ভেবে চিন্তে BUTA আইন প্রণয়ন করতে হবে মর্মে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	ঙ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২৩: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, অংশীজনের মতামত ও মন্তব্যসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও হালনাগাদকরণের কাজ চলমান আছে। ২৭ মে ২০২৩ তারিখের মধ্যে বিধিমালা ২০২৩ এর একটি প্রাথমিক খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২৩ এর খসড়া দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	চ. অকেজো যানবাহন ব্যবস্থাপনা/যানবাহন স্ক্র্যাপ গাইডলাইন, ২০২৩: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, বিআরটিএ ও ডিটিসিএ হতে প্রাপ্ত খসড়ার সমন্বয় করে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ১ মাসের সময় দিয়ে জনসাধারণের মতামত প্রাপ্তির জন্য খসড়া গাইডলাইনটির ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরাবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	দ্রুত যানবাহন স্ক্র্যাপ গাইডলাইন, ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)/ উপসচিব (বিআরটিএ)
৭.	**<u>বৃক্ষরোপণ :</u>** (ক) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরণের অংশ হিসেবে গাইডলাইনটি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ১৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ থিমেটিক গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) রেইন্ট্রি, মেহেগনি, কৃষ্ণচূড়া, শিশুসহ অন্যান্য বড় প্রকৃতির গাছ মহাসড়কের জন্য ক্ষতিকর। কোনো ভাবেই এসকল গাছ লাগানো যাবেনা। তাল, খেজুর ও ছোট প্রকৃতির গাছ লাগানোর জন্য সভপতি প্রধান বৃক্ষপালনবিদসহ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। এখন গাছ লাগানোর মৌসুম মহাসড়কসহ, ডাক বাংলো, অফিস এরিয়া ও সওজ এর অব্যহৃত জমিতে গাছ লাগানো জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) রেইন্ট্রি, মেহেগনি, কৃষ্ণচূড়া, শিশুসহ অন্যান্য বড় প্রকৃতির গাছ না লাগিয়ে তাল, খেজুর ও ছোট প্রকৃতির গাছ লাগাতে হবে। (খ) (২) বর্ষা মৌসুমে মহাসড়কসহ, ডাক বাংলো, অফিস এরিয়া ও সওজ এর অব্যহৃত জমিতে গাছ লাগাতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অব্যবহৃত ভূমির ব্যবহার:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশীয় খাদ্যশষ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর আবাদযোগ্য অব্যবহৃত/পতিত ভূমিতে কৃষিজ দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৪.০৫.২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পতিত জমি/জলাধারকে সবজি, ফল বা মাছ চাষের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর আবাদযোগ্য অব্যবহৃত/পতিত জমি/জলাধারকে সবজি, ফল বা মাছ চাষের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
৯.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামাজারি সংক্রান্ত:** (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে নামজারি আবেদন অনলাইনে করতে হয়। তথ্যের ঘাটতির কারণ দেখিয়ে এ্যাসিল্যান্ড অফিস আবেদন বাতিল করে দিয়েছে। নামজারির যে সকল কেইস আবেদনের পর বাতিল হয়েছে তার কারণ উল্লেখপূর্বক তালিকা করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ ব্যবস্থায় এগুলো নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগযোগ করতে হবে মর্মে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বে ফয়দাবাদ, জে.এল.নং-১৪ (সিটি জরিপ) সি.এস দাগ নং ৮২৫, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১ আরএস দাগ নং ২০০১, ২০০২, ২০০৬ এবং সিটি জরিপ দাগ নং ৯০১৬, ১০৫৩৭, ১০৫৩৯, ১০৫৭৫, ১০৫৭৬ ফয়দাবাদ, জে.এল.নং-১৪ (সিটি জরিপ) মৌজার ২৪ শতাংশ জায়গার রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে ২৭৬/২২ নং মিস কেইস বিষয়ে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) (১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) যে সকল কেইস আবেদনের পর বাতিল হয়েছে তার কারণ উল্লেখপূর্বক তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং বিশেষ ব্যবস্থায় এগুলো নামজারির করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগযোগ করতে হবে (খ) উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বের ২৪ শতাংশ জায়গার রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে ২৭৬/২২নং মিস কেইস বিষয়ে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)
১০.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান- ০১-০৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ মেহেরপুর সড়ক বিভাগাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ৯৫০ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ৬.৮০ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা। বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে অবহিত করে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সভাপতি পুনরায় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।	বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে অবহিত করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি রক্ষায় সীমানা পিলার স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বছরের মধ্যে প্রতিটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি মহাসড়কে একই ধরণের সীমানা পিলার স্থাপন করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	২০২৩ সালের মধ্যে প্রতিটা সড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি মহাসড়কে একই ধরণের সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ'র অনুকূলে উত্তরা এবং পূর্বাচলে জায়গা বুঝিয়ে পাওয়া সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান বিআরটিএ জানান, (ক) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল প্রস্তুতের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, মহাখালী গণপূর্ত বিভাগ জানান, উক্ত ভবন নির্মাণকাজে দরপত্র দলিল প্রস্তুত রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্রে অনাবাসিক ভবন খাতে (কোড নং-৪০০০২০১) বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে নতুনভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না সংক্রান্ত স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার পরেই দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বর্ণিত নির্মাণ কাজের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিআরটিএ'র অপারেশনাল বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গায় টিনসেড ঘর নির্মাণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আনসার নিয়োগের জন্য কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিআরটিএ'র অপারেশনাল বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দখলে রাখতে টিনসেড ঘর তৈরী এবং আনসার নিয়োগ করার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১১.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল'২৩ মাসে ০৬টি অভিযানে ০৮টি মামলায় ১৮,০০০/- (আঠারো হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, ঢাকা মেট্রো এলাকায় মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ৯৬৬টি মামলার মাধ্যমে ২৯,২৩,৯০০ (উনত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১১টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ০১ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। (খ) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসে ২,১৪৭টি মামলায় ৭৩,৩৬,৬৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। (গ) মহাসড়কের ক্ষতির রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসে ০১টি অভিযানে ১০টি মামলায় ২৯,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক অধিভুক্ত এলাকায় ও জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার/উপসচিব (বিআরটিএ) যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/ যুগ্মসচিব (আইন)
১১.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৮টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া যায় এবং স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত ০৫টি। পূর্ববর্তী মাসের জের ০৩টিসহ সর্বমোট অভিযোগ/মতামত ৩৬টি। উল্লিখিত অভিযোগ/মতামত সবগুলোই নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস ০৬টি রুটে চালু রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার অব্যাহত আছে। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়নের জন্য বিআরটিএ'র ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেম আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক মডিউল তৈরীর কাজ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে শীঘ্রই যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে। পর্যায়ক্রমে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নেরও কাযক্রম শুরু করা হবে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করতে হবে।	(মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা)
	(গ) BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে দুইবার আবেদন করার পরিবর্তে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন বেজড একটি কম্বাইন্ড ফরমে আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীগণের ভিজিট কমানোর জন্য পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ডেটা এনরোলমেন্ট এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার আওতায় লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গত ১৬.১১.২০২২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে আবেদনকারীগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রদান করে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। এরপর ঐদিনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অনলাইনেই payment করত: ২৪ ঘন্টার মধ্যে ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও, নতুন এ পদ্ধতিতে ডাকযোগে ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের বাসায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।	(গ) জনসাধারণের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মকর্তা জানান, ইতোপূর্বে গৃহীত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।	(ঘ) ইতোপূর্বে গৃহীত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালূয়েশন) এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মকর্তা
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) উপসচিব (এপিএ শাখা) জানান, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ ষাণ্মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দপ্তর/সংস্থাকে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ১৭ মে ২০২৩ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এপিএ ২০২২-২০২৩ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন কোথাও কোনো গ্যাপ থাকলে সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভাপতি সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন।	এপিএ ২০২২-২০২৩ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে কোথাও কোনো গ্যাপ থাকলে সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ব্যব স্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি/এপিএ টীম প্রধান, আরটিএইচডি
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে। শীঘ্রই এ বিভাগে ডি-নথির কার্যক্রম চালু করা হবে মর্মে এটুআই হতে জানানো হয়েছে।	এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম চালু রাখতে হবে এবং ডি-নথির কার্যক্রম চালুর বিষয়ে এটুআই'র সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. সড়ক নিরাপত্তা (Road Safety) সংক্রান্ত তথ্য:** **উপসচিব (রোড সেফটি) জানান**, সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারি আহত/নিহতের সঠিক সংখ্যা মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিআরটিএ'র সমন্বয়ে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০২৩ মাসে ৪৭৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৫৯ জন নিহত ও ৭০৫ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনার বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রদান করে। তাই এক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনার বিআরটিএ'র তথ্য সর্বক্ষেত্রে গৃহীত হওয়া বাঞ্চনীয় মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন। এছাড়া, দুর্ঘটনার তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সরবরাহ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। বিআরটিএ'র তথ্য সর্বক্ষেত্রে গৃহীত হওয়ার বিষয়টি অনুমোদনের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয় সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) দুর্ঘটনার তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সরবরাহ করতে হবে এবং বিআরটিএ'র তথ্য সর্বক্ষেত্রে গৃহীত হওয়ার বিষয়টি অনুমোদনের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারী আহত/নিহতের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (রোড সেফটি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে এপ্রিল'২৩ মাসে ১২৬টি মামলা দায়ের এবং ৩,৯৩,১০০/- (তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ফিটনেসবিহীন গাড়ী বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ডাম্পিং-এ প্রেরণ করার বিষয়ে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-কে পরামর্শ প্রদান করেন। ডাম্পিং-এ প্রেরণের তথ্য মন্ত্রালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ী ডাম্পিং-এ প্রেরণ করতে হবে। (২) মোবাইলকোর্টের তথ্য প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (রোড সেফটি)
	গ. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন: এসডিজি বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এসডিজি ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া সকল সংস্থা হতে এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে এবং তা জিইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ে একটি সভা আহবান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং এসডিজি অগ্রগতি বিষয় দ্রুত সভা আহবান করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান জনাব মো: জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এসডিজি সংক্রান্ত কার্যাবলী
	ঘ. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কি অর্জিত হয়েছে কি হয়নি সেগুলো ফলোআপ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভাপতি সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ জানান। অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ৩ মাস অন্তর সভা আহবানের জন্য এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে ৩ মাস অন্তর পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ জনাব মো: আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
	ঙ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ অধিদপ্তর জানান, চরসিন্দুর সেতু ও শহীদ ময়েজউদ্দীন (ঘোড়াশাল) সেতুর টোল প্লাজার আইটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য বিসিসির সাথে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আইটি অডিট সম্পন্ন হবে। বিসিসির সাথে যোগাযোগ রেখে আইটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। (২) বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, গত ০২.০১.২০২৩ তারিখ আইটি অডিট প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান বিআরটিএর আইটি অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনাধীন আছে।	(১) সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে চরসিন্দুর সেতু ও শহীদ ময়েজউদ্দীন (ঘোড়াশাল) সেতুর টোল প্লাজার আইটি অডিট সম্পন্ন করতে হবে। (২) প্রাপ্ত প্রতিবেদন দ্রুত পর্যালোচনা করে মতামত প্রদানসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সহকারী সচিব (টোল ও এক্সেল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. প্রকল্প পরিবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ জানান, ০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সকল সড়ক বিভাগকে নিয়ে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে একটি মিটিং করা হয় এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ অ্যাপসের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্ট এর জন্য Whats App এ EERHD নামে একটি Helping গ্রুপ তৈরী করা হয়েছে। গ্রুপে বিভিন্ন সময়ে ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে সাপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩২টি সড়ক বিভাগের তথ্য আপডেট করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অ্যাপসটি কার্যকারিতা ও অপারেটিং বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য সভাপতি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অ্যাপসটির কার্যকারিতা ও অপারেটিং বিষয়ে একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ অধিদপ্তর
	ছ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২৭৫/২২নং মিস কেইস চলমান আছে। নতুন এসিল্যান্ড যোগদান করেছেন। বিষয়টি তাকে অবহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে ২৭৫/২২নং মিস কেইসের বিষয়ে নতুন এসিল্যান্ডকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জ. গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানোর নিমিত্ত ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানোর বিষয়টি পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগবিহীন মোটরযান সড়ক-মহাসড়কে চলাচল বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট মোটরযান মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক এবং বাংলাদেশ পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মার্চ ২০২৩ মাসে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন না করা গাড়ীর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫৬টি মামলায় ১,৬৯০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। প্রচার প্রচারণা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে। (২) আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন না করা গাড়ীর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ঝ. বিআরটিএ'র প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী টিওএন্ড-তে অর্ন্তভুক্তকরণ ও ড্রাইভিং টেস্টিং কার ক্রয়: বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে বিআরটিএ'র জনবল ও কার্যপরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিএতে বর্তমানে ৭ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন। কিন্তু সে তুলনায় বিআরটিএ'র যানবাহন নেই। ফলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজের উদ্দেশ্যে যাতায়াত ও মাঠ পরিদর্শন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মোবাইলকোর্ট পরিচালনা খুবই সমস্যা হচ্ছে। গাড়ী ক্রয়ের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ১১৫টি গাড়ী টিওএন্ড-তে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। শীঘ্রই তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি টিওএন্ড-তে গাড়ী অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য প্রেরণসহ যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-কে পরামর্শ প্রদান করেন। বিআরটিএ'র জন্য একটি ড্রাইভিং টেস্টিং কার ক্রয়ের বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিকে অনুরোধ জনান।	(১) বিআরটিএ'র জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক গাড়ী টিওএন্ড-তে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য প্রেরণসহ যোগাযোগ করতে হবে। (২) একটি ড্রাইভিং টেস্টিং কার ক্রয়ের বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিকক্ত সচিব (এস্টেট)/চেয়ারম্যান ,বিআরটিএ/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ঞ. বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্প: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ভৌত অবকাঠোমো বিভাগ বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ (দুই) বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছে। আগামী সপ্তাহে মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ জারি হতে পারে। ইতোমধ্যে বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) আগামী ২ বছরের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (২) মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত উক্ত প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাবনার ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	ট. পুরতান গাড়ীর স্থলে নতুন গাড়ী ক্রয়ে লোন সুবিধা প্রদান: ঢাকা মহানগরীতে ফিটনেসবিহীন পুরাতন গাড়ী চলাচল করে। গাড়ী মালিকদের অনেকেরই নতুন গাড়ী ক্রয়ের সক্ষমতা নেই। তাই এ ক্ষেত্রে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে লোন সুবিধা প্রদান করতে পারে। বাস রুট রেশনালাইজেশনের আওতায় গাড়ী পরিচালনার শর্তে এ ধরণের লোন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও ডিটিসিএ'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	পুরাতন গাড়ীর স্থলে নতুন গাড়ী ক্রয়ে মালিকদের লোন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এ বিষয়ে ডিটিসিএ'র অধীনে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)/ উপসচিব (ডিটিসিএ)
	ট. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি দীর্ঘদিন এবং সম্প্রতি গৃহীত ১টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিটি শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	ঠ. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণ: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার মনোনীত করার বিষয়ে কতগুলো criteria অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন: কোনো দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক জাতীয় পত্রিকা ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ, কোনো ঠিকাদারের দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার পূর্বের চলমান কাজের মূল্যায়ন ও উক্ত ঠিকাদারের একাদিক কাজের সক্ষমতা বিবেচনায় নেয়া এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তের কারণে দরপত্র সীমিত হয় এমন শর্ত আরোপ না করার বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখার জন্য প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(১) সওজ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার মনোনীত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত criteria অনুসরণ করতে হবে: (i) কোনো দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকা ও স্থানীয়	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পত্রিয়া প্রকাশ করতে হবে। (ii) কোনো ঠিকাদারের দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার পূর্বের চলমান কাজের মূল্যায়ন ও উক্ত ঠিকাদারের একাধিক কাজের সক্ষমতা বিবেচনায় নিতে হবে। (iii) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তের কারণে দরপত্র সীমিত হয় এমন শর্ত আরোপ করা যাবেনা।	
	ঢ. ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহার : টোল প্লাজায় যানজট নিরসন ও সরকারের রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে সরকার ইলেকট্রনিক্স টোল কালেকশন (ETC) চালু করেছে। সিস্টেমটি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ১০% ছাড় প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারী গাড়ি এ সিস্টেমের আওতায় আনার পাশাপাশি সরকারি কাজে ব্যবহৃত গাড়ীকে ETC-এর আওতায় আনা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। বিআরটিসি'র সকল গাড়ীকে ETC সিস্টেমের মাধ্যমে টোল পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে সভায় অনুরোধ জানানো হয়। সরকারি লোনে ক্রয়কৃত গাড়ী যাতে ETC সিস্টেমের মাধ্যমে টোল পরিশোধ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ডি.ও পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ব্রিজ বা মহাসড়ক পারাপারে সরকারি গাড়ি যাতে টোল পরিশোধ করে এ বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বিগত ২ মাসে কতগুলো গাড়ী টোল ফ্রি ব্রিজ ও মহাসড়ক পারাপার হয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নিম্নোক্ত ২ জন কর্মকর্তাকে সভায় দায়িত প্রদান করা হয়: ক. জনাব শ্যামল রায়, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ খ. জনাব কাজী সাঈদা মমতাজ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ অধিদপ্তর	১. বিআরটিসি'র সকল গাড়ীকে ETC সিস্টেমের মাধ্যমে টোল পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. সরকারি লোনে ক্রয়কৃত গাড়ী যাতে ETC সিস্টেমের মাধ্যমে টোল পরিশোধ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৩. ব্রিজ বা মহাসড়ক পারাপারে সরকারি গাড়ির টোল পরিশোধের জন্য দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিগত ২ মাসে টোল ফ্রি ব্রিজ ও মহাসড়ক পারাপার হওয়া গাড়ির তালিকা আগামী ১৫দিনের মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জনাব শ্যামল রায়, সি.সি.এ/কাজী সাঈদা মমতাজ, সি.সি.এ
	ড. ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন ও চালুকরণ: ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কাজ শেষ করে একই সাথে চালু করার বিষয় সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। স্টেশন স্থাপেনর পূর্বে নতুন করে কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যাবেনা মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	নতুন করে কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় না করে ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কাজ শেষ করে একই সাথে চালু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ণ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৫১টি পদের মধ্যে ৬৯টি (১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ১২টি, ৩য় শ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি) শূন্যপদ রয়েছে। শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৫টি পদ শূন্য রয়েছে। ১ম শ্রেণির ১২টি পদে মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে মর্মে আশা করা যায়। অনান্য শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২০৩৯টি পদ শূন্য রয়েছে। ১ম শ্রেণির ০৪টি পদের ছাড়পত্র পওয়ার পর ০১ জনকে (ক্রয় কর্মকর্তা) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২য় শ্রেণির ১৬টি পদের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ০৬ জন যোগদান করেছেন তাছাড়াও ০৩ উচ্চমান সহকারীকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৯৬১ পদের মধ্যে ১১৩৫টি (চালকের ১০০টিসহ) পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে মোট ৬৩৯ (চালক ৯৩ জনসহ) জনকে নিয়োগ	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রদান করা হয়। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, কারিগা-সি (সাধারণ/ট্রেড) ও নিরাপত্তা প্রহরী পদে ৬৩ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলামান আছে। **বিআরটিএ:** ৯৩১টি পদের মধ্যে ২২৪টি পদ শূন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার ১ম শ্রেনির ২০টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৬৪টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৭৪০ পদ শূন্য রয়েছে। ৭১ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) পদে নিয়োগের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদের ০৯ জন কর্মকর্তার পদ পূরণের জন্য বিপিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের জন্য বিপিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অফিস সহায়ক এর ৬৬টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	ত. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ’র ২টি, ডিটিসিএ’র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি এবং মন্ত্রণালয়ের ১টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়াটি চূড়ান্তকরণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল অতিরিক্ত সচিবের সমন্বয়ে ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যক্রম চলমান চলমান আছে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms’র মাধ্যমে জনসাধারণকে পুনরায় অবহিত করার কার্যক্রম চলমান আছে। ETC বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে এজেন্ডাটি সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয় সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>**বিআরটিএ:**</u> **নির্দেশনা ৩:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮ (আঠার)টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫(পনের)টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩১,১৫৫(একত্রিশ হাজার একশত পঞ্চান্ন)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	<u>**ডিটিসিএ**</u> **নির্দেশনা ৪:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ’র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।		নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২৩ এর খসড়া ডিটিসিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। খসড়া আইনটি পর্যালোচনার নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) এর সভাপতিত্বে শীঘ্রই সভা আহবান করা হবে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (আইন) জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২৩ পাশ হলে বর্তমান ডিটিসিএ'র ক্ষমতা খর্ব হবে। তাছাড়া, খসড়া আইনে শুধু ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে পরিচালনা পর্যষদে রাখা হয়েছে। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রগনকে পরিচালনা পর্যষদে রাখা হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই BUTA আইন, ২০২৩ চূড়ান্ত করার পূর্বে আরো পর্যালোচনা ও ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো না করে আরো গভীরভাবে ভেবে চিন্তে BUTA আইন প্রণয়ন করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	(আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত
২৫/০৫/২০২৩
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৫ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-২২৭

তারিখঃ <u>১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০</u>
২৫ মে ২০২৩

<u>বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)</u>

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd